13 MAR 2003
পৃষ্ঠা .. ৩) ..কলাম.... ১১.....

ভোরের কাগজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংগঠনের পদায়নে ছাত্রদলে প্রতিক্রিয়া

চট্টগ্রাম অফিস : সরকার সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংগঠনের সাংগঠনিক পদে নেতা নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ নেতাকর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সভাপতি-সম্পাদক সমর্থিতরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও বিদ্রোহীরা এটাকে আই ওয়াশ বলে মনে করছেন।

প্রসঙ্গত, অব্যাহত গ্রুপিং, লবিং ও কোন্দলে জর্জরিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দ্বন্দ্ব নিরসনে কেন্দ্রীয় নেতারা গত কমাস আগে চট্টগ্রাম সফর করে যান। সফর শেষে নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে গিয়ে ভোটে নির্বাচিত মোঃ সেলিমকে সভাপতি এবং এম আর চৌধুরী মিল্টনকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাকি সদস্যদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে কমিটির শীর্ষ পদে স্থান পেতে ব্যর্থ কয়েকজন নেতা এই দুজনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

বিদ্রোহীরা মোঃ সেলিমকে অছাত্র এবং বহিরাগত হিসেবে জানিয়ে লাঞ্ছিত করাসহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। এছাড়া এই বিদ্রোহী অংশটি সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক টাকার বিনিময়ে কমিটির সাংগঠনিক পদ দেওয়ায় সাধারণ ত্যাগী নেতাকর্মীরা হতাশ হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ তোলেন। এসব অভিযোগ উত্থাপনের দায়ে বিদ্রোহী গ্রুপের মূল নেতাকে প্রথমে সাংগঠনিকভাবে শোকজ করা হলেও পরবর্তী সময়ে তাকে কমিটির সহসভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

এদিকে চবি ছাত্রদল সম্পাদক এম আর চৌধুরী মিল্টন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল কমিটিতে নেতৃত্ব পেতে ইচ্ছুক নেতা-কর্মীদের ১ কপি ছবি, জীবন বৃত্তান্ত, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং ছাত্রত্ব প্রমাণের জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত পত্র আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে কোনো জীবন বৃত্তান্ত গ্রহণ করা হবে না বলে তাতে উল্লেখ করা হয়। এই ব্যাপারে ছাত্রদলের একজন কর্মী বলেন, ভর্তি পরীক্ষার জন্য যেখানে ১২ মার্চ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে সেখানে ছাত্রত্ব প্রমাণের জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট যোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার।

অপরদিকে ছাত্রদলের শীর্ষ পদ না পাওয়া বিদ্রোহী গ্রুপের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নেতা এই প্রক্রিয়াকে আই ওয়াশ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, সভাপতি-সম্পাদক তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের কমিটিতে স্থান দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আগ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি আরো বলেন, "যেখানে সভাপতি মোঃ সেলিমের ছাত্রত্ব নেই, বহিরাগত হিসাবে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত সেখানে তিনি কি ভাবে নিয়মিত ছাত্রদের ছাত্রত্ব পরীক্ষা করে কমিটিতে পদ দেবেন।